রাষ্ট্রীয় প্রস্তুতি ও উদ্যোগের অভাবে বাংলাদেশ বঞ্চিত

উন্নত বিশ্বের কাজ ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষ জনশক্তির অনগ্রসর দেশে

নাজীমউদ্দিন মোস্তান

উন্নত প্রযুক্তিজাত অত্যাধুনিক যন্ত্র-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের কারখানা ইউরোপ, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানী থেকে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে ভারত, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও জ্যামাইকার মত সস্তা ও দক্ষ শ্রমের দেশে। কেবল পণ্য-সরঞ্জাম নয়, বীমার হিসাবপত্র, প্রকৌশলের ডিজাইন, কমপিউটারের প্রোগ্রামিং ও ডাটা এন্ট্রির মত সার্ভিস শিল্পের কাজও বিপুল হারে স্থানান্তরিত হচ্ছে সাত নদী, সাত সাগরের এপারে-ওপারে। টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি, ভারতের মত দেশে দেশে শিক্ষা মান উন্নয়নের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার সুফল হিসেবে উন্নত বিশ্ব থেকে কর্ম ছুটে আসছে কর্মপ্রার্থী মানুষের দেশে। মাসিক **কমপিউটার জগৎ** গত দু'বছর ধরে বিশ্বজোড়া প্রযুক্তি, কর্ম বিস্তারের তথ্যযুগের এ ধারা সম্পর্কে সরকার, প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে অবহিত করে আসছে। সাম্প্রতিক কমপিউটার মেলা ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কমপিউটার জগতের সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের ৯১-র জুলাই মাসে এ পত্রিকায় প্রথম ডাটা এন্ট্রি শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের পর ২৫ জন বিজ্ঞানী কর্তৃক কমপিউটার সার্ভিস শিল্পের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করে প্রদত্ত বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।

বস্তুতঃ তখন থেকে শহর হতে পল্লী পর্যন্ত ডাটা এন্ট্রি শিল্পে কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ সম্পর্কে জন উৎসুক্য ও অগ্রপথিকদের উদ্যম শুরু হয়। জনগণ আগ্রহভরে সরকারের উদ্যোগের জন্য অপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে ভারতের লোকসভায় ডাটা এন্ট্রি শিল্প নিয়ে অর্ধঘন্টা ব্যাপী আলোচনার পর কলকাতায় নতুন পর্যায়ে ডাটা এন্ট্রি শিল্প ব্যাপকতা লাভ করে কিন্তু বাংলাদেশ পড়ে আছে সে তিমিরে। ইতিমধ্যে চীনদেশে বেইজিং সরকার ডাটা এন্ট্রি শিল্পে নিয়োগলাভে আগ্রহী তরুণদের মধ্যে বিনামূল্যে হাজার হাজার কমপিউটার বিলিয়ে দিয়ে উৎপাদন খরচ কমিয়ে এনেছে পাশ্চাত্যের অবিশ্বাস্যরকম নীচে। ডাটা এন্ট্রির মত শিল্পে পা দিয়ে মার্কিন ও পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মসম্বন্ধ রচনা করে শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তির উচ্চতর স্তরে আরোহণের যে সুযোগের কথা **কমপিউটার জগৎ** এতদিন ধরে বলে আসছে, সম্প্রতি তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে বিশ্বখ্যাত ফরচুন সাময়িকীর নিবন্ধে। সম্প্রতি ফরচুন সাময়িকী তার মধ্য ডিসেম্বর সংখ্যায় "বিশ্বজোড়া কর্মী বাহিনী" শিরোনামে এ বিষয়ে সাড়াজাগানো এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বলেছে, **উন্নত দেশের চাইতেও উন্নততর যোগ্যতা দিয়ে সস্তা শ্রমের দেশ কেড়ে নিচ্ছে অগ্রসর দেশের কাজ।** বাংলাদেশের প্রস্তুতি এক্ষেত্রে লজ্জাকর ভাবেই সামান্য।

আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্য (বার্ষিক ৮০০০ কোটি টাকা) বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সরকার চাউল রপ্তানী, গবাদি পশু পালন, হাঁসমুরগী খামার ও মৎস্য চাষ দ্বারা সম্পদ ও সাহায্যের ঘাটতি পূরণের পরিকল্পনা নিচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তির অবকাঠামো তৈরী করে প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদন ও তথ্য প্রসেসিং এর শিল্প গড়ার জন্য বাঙ্গালোরের মত পরিবেশ সৃষ্টি করলে একটি শহরই জাতীয় আয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় ৮/১০ হাজার কোটি টাকা দিতে পারে। বাংলাদেশের এনইসি, মন্ত্রীসভা ও নীতি নির্ধারক মণ্ডলীর বৈঠকের দৃষ্টিভঙ্গি সাহায্য কাতরতা, কৃষি ও মান্ধাতার শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তথ্য প্রযুক্তি যুগের চৈতন্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সাহায্যদাতা প্রভুদের আজ্ঞা অনুসরণ এবং আভ্যন্তরীণ দমনপীড়ন ষড়যন্ত্রে তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নত প্রযুক্তির চর্চা এদেশে সীমিত। বেসরকারী খাতের উদ্যম কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ফল দিচ্ছে। কিন্তু তা ধরে রেখে, একটা স্থিতিশীল অগ্রযাত্রার ভিত তৈরী করা যাচ্ছে না।

কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বিজ্ঞানী প্রশাসক অভ্যাগত অতিথিগণ। কমপিউটার জগতের সম্পাদক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের ফরচুন ম্যাগাজিন তুলে ধরে দেখাচ্ছেন, কীভাবে উন্নতদেশের কাজ ছড়িয়ে পড়ছে অগ্রসর শ্রমশক্তির অনুন্নত দেশে।

জ্যামাইকায় ৩৫০০ লোক একটা অফিস পাড়ায় কাজ করছেন এখন। ভূ-উপগ্রহের ডিশের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অফিসগুলোর সাথে এঁরা যুক্ত। জ্যামাইকায় বসেই তাঁরা মার্কিন বিমান সংস্থার আসন সংরক্ষণ, টিকেটের লেখালেখি, মুক্ত-টেলিফোন কলের জবাব দেওয়া, ডাটা এন্ট্রি, প্রোগ্রাম তৈরীর কাজ করছেন। প্রতিদিন এরা ২৫ হাজার পৃষ্ঠার নথিপত্র তৈরী করছেন, যার মধ্যে ঋণগ্রহণের আবেদনপত্রও আছে। এসব তথ্যবিন্যাস ইলেক্ট্রনিক (ডাকে) চোখের পলকে যুক্তরাষ্ট্রে যায়, তার কপি বেরুতে শুরু করে মন্টেগু উপসাগরের তীরে তীরে।

ভারতের বাঙ্গালোরে যুক্তরাষ্ট্রের 3M কোম্পানী তৈরী করছে টেপ, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ। ফরচুন তার প্রচ্ছদে বাসন্তীবরণ শাড়ী পরিহিতা বাদামী বরণ বিদুষিনীসহ 3M-টাওয়ার ঘিরে থাকা ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মশক্তির ছবি ছেপে মার্কিন নাগরিকদের বলেছে, দেখুন, আপনার চাকুরি কোথায় চলে গেছে। ক'বছর আগেও যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ শ্রমশক্তির ঘাটতির কথা শোনা যেতো। আজ কর্ম, প্রযুক্তি ও মূলধন অনগ্রসর দেশের অগ্রসর কর্মশক্তির কাছে চলে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিচ্ছে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি (বেকারত্ব)। অনগ্রসর দেশের অগ্রসর শ্রমশক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দক্ষ ও সুলভ। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন ও প্রযুক্তি দিয়ে বিদেশে জাপানী আঙ্গিকে যেসব প্রযুক্তি নিবিড় কারখানা গড়ে উঠছে, তাতে ১লাখ লোকের কর্মসংস্থান ঘটলে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লাখ লোক কর্ম হারাবে। নতুন শতাব্দীতে কর্মবিন্যাস ও কর্মক্ষেত্রের সত্যিকার রূপ কী হবে, তার আভাষ এতে আছে। পাশ্চাত্য থেকে ২৫০০০ চাকুরি পূর্ব ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়েছে এভাবে। আরও বিপুল কাজ আসছে এশিয়ার দিকে। থাইল্যাণ্ডে ABB ১৯৮০ সনে ১০০ জন কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। এখন তাদের প্রযুক্তি কর্মীর সংখ্যা ২০০০। শতাব্দী শেষ হলে এদের কর্মশক্তি ৭০০০-এ পৌঁছে যাবে। চলতি শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে যেভাবে খামার জীবন লুপ্ত হয়েছিল, নতুন শতাব্দীর আগেই পশ্চিম, ইউরোপ ও আমেরিকায় পণ্য ও পরিসেবা (service) শিল্পে তেমনি কর্মসংস্থান কমবে, কেবলই কমবে।

কর্ম, প্রযুক্তি, মূলধন দেশান্তরী হয়ে আ-বিশ্ব কর্মমণ্ডল তৈরী করছে বটে, কিন্তু এ পদ্ধতিটির নানা ভাবভঙ্গি ও গতি প্রকৃতি সত্যি অজানা ও জটিল। জার্মানীর প্রকাণ্ড শিল্প-ইলেক্ট্রনিক্স সংস্থা সীমেন্সের শীর্ষ কর্তা বলেছেন, ত্রিশ বছর আগে ভারতে বাষ্পচালিত টার্বাইনের বানান নির্ভুলভাবে করার মত লোক খুঁজে পাওয়া ছিল ভার। আজ সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম টার্বাইন বসানো হচ্ছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এখনও কানাডা ও ইউরোপের মত উচ্চ মজুরীর দেশে বেশী। তবু ৯০-এর হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এশিয়ায় মার্কিন কোম্পানীর প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে কর্মসংস্থান ১৫ লাখে উপনীত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় তা পৌঁচেছে ১৩ লক্ষে।

পাশ্চাত্যের কাজ প্রাচ্যে আসছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের জীবনমান ও দক্ষতার স্তর এখানে আসছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মানুরাগ ও দক্ষতায় অনগ্রসর দেশের শিক্ষিত তরুণেরা পাশ্চাত্যের অতি উচ্চ মজুরীর মান অতিক্রম

জ্যামাইকা : মোনটেগো বে-তে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরগণ আমেরিকার মুক্ত টেলিফোন থেকে পাওয়া হোটেল রিজার্ভেশনের কাজ করছেন।

করছে। ১৫ বছর আগে বিদেশে কারখানা স্থাপন করলে পাশ্চাত্য কোম্পানী নিজ দেশে বসে তার কাঁচামাল, যন্ত্রসহ সবকিছু সরবরাহ করতো। এখন দূর দেশে স্থাপিত কারখানা নিজস্ব লোকবল তৈরী, কাঁচামাল এমনকি প্রযুক্তি প্রবর্তনায় প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠায় আলাদা ধরণের শক্তি, সাশ্রয় ও ক্ষমতা জন্ম নিচ্ছে।

ডাটা এন্ট্রির কাজ এমন বিপুল হারে ফিলিপাইনসসহ এশীয় দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে যে, একে এখন Typing Mill–মুদ্রাক্ষরণ কারখানা — টাইপিং কল বলে উল্লেখ করছে অগ্রসর দেশের শিল্পায়ন বিশেষজ্ঞরা।

নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে এসব দেশের তরুণ কর্মশক্তি পাশ্চাত্যের কর্মশক্তির কাছ থেকে কাজ কেড়ে নিচ্ছে, তার পিছনে একটি অর্থনীতিও আছে। ১৯৭৫-এ বৃটেনে পণ্যোৎপাদন শিল্পে প্রতি ঘন্টার মুজুরী ছিল ৩ ডলার, এখন ২০ ডলার জার্মানীতে ছিল ৬ ডলার, এখন ২২ ডলার, জাপানে ছিল ৩ ডলার, এখন ১৪ ডলার, যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ৬ ডলার, এখন সাড়ে ১৫ ডলার। কিন্তু চীনে এখনও ঘন্টার মুজুরী ২৬ সেন্ট, ভারতে ৩৯ সেন্ট, আয়ারল্যাণ্ডে ১২ ডলার, জ্যামাইকায় দেড় ডলার, মেক্সিকোয় ২ ডলার, থাইল্যাণ্ডে ৬৬ সেন্ট।

ফিলিপাইনে ৫ পৃষ্ঠা বই—১০ হাজার হরফচিহ্ন মাত্র ৫০ সেন্ট মুজুরীতে টাইপ করা হয় শুনে ছুটে এসেছিলেন নিউইয়র্কের জ্যানেট পালমার। এসে শুনলেন, চীনের দক্ষ কর্মীদল সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে পাওয়া কমপিউটারে এটা ২০ সেন্ট মুজুরীতে করে দেয় সযতনে। উন্নত দেশগুলির বড় বড় শহরে বা অফিসে অফিসে চীন, ফিলিপাইন ও ভারতের প্রতিনিধিরা নিয়মিত ধর্না দিচ্ছে ডাটা এন্ট্রি কাজ সস্তায় করিয়ে দিবার প্রলোভন দেখিয়ে। নানা দেশের নানা দক্ষতা ও প্রতিভার মিলন ঘটছে বিশ্বজোড়া কর্মবিস্তারে। এক দেশে স্থাপিত কারখানা তার ডিজাইন কিংবা কর্ম অংশ সম্পন্ন করাচ্ছে অন্যদেশে। টেলি-যোগাযোগ, কমপিউটার, পরিবহণের ক্ষিপ্র ও দক্ষ ব্যবস্থার কারণে কর্মের ভুবন হয়ে উঠছে বহুদৈশিক ও বহুমাত্রিক।

যে আয়ারল্যাণ্ড কিছু দিন আগেও ডাটা এন্ট্রির টাইপিং মিল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, তারা এখন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনেক অগ্রসর পরিসেবা(scrvicc) কর্ম সম্পাদন করছে। আয়ারল্যাণ্ডের কাউন্টি কর্কের ফারময় গ্রামে বসে ১৫০ জন 'মেট্রো-লাইফ' কর্মী মার্কিন বীমা কোম্পানীর জন্য জটিল অঙ্ক করছেন। তার বিষয়বস্তু হলো, চিকিৎসা বীমা গ্রাহকের দাবী এলে মাশুল ও তার সুদ দিয়ে কোম্পানী তা মিটাতে পারবে কিনা। বিশ্লেষণ করার একাজের জন্য থাকতে হয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানের সাথে মার্কিন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ ধারণা, তার উপর বীমা বিজ্ঞানের হিসাব নিকাশের গণিত।

আয়ারল্যাণ্ড হচ্ছে সে সব দেশের মধ্যে অন্যতম, যারা বিশ্বাস করে, আপন জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা হলে, তারাই জাতির অর্থনৈতিক সমস্যারাজি নিরসন করে দেবে। আয়ারল্যাণ্ড তার ১৮ বৎসর বয়সী শতকরা ২৫ ভাগ সন্তানকে কলেজে পাঠায়, তার চেয়ে বেশী তরুণ ইউরোপে পড়তে যায়। বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, ভারত, পাকিস্তানের মত দেশে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক এমন অনেক দুর্বোধ্য কারণ রয়েগেছে, যার কারণে এসব দেশ বিদেশী কারখানা টেনে আনতে পারেনা স্বদেশে। এসব দেশের ব্যাধি বহুমুখী। এখানে কলেজ পাশ করা তরুণের কাণ্ডজ্ঞান সীমিত। দক্ষ ব্যবস্থাপকেরা উদ্যমশূন্য, অভিলাষ শূন্য ছাপোষা কেরাণীতে পরিণত হয়। এসব দেশে শিক্ষিত বেকার অর্ধবেকারের বিশাল বাহিনীকে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কর্মক্ষেত্রে আনা যায়। কর্মশক্তির লাভজনক পুনর্বন্টন ঘটানো যায়। সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র সামনে রেখে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাংলাদেশে ষাটের দশকেও যা ছিল তা জাফর-বাতেন-জমিরউদ্দিন সরকার প্রমুখ শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। ফিলিপসের লোকবল সংগ্রাহক ওলন্দাজ ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানী সম্প্রতি আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে বলে এসেছেন, কমপিউটার বিজ্ঞান নিয়ে যারা পাশ করবে, তাদের সবার জন্য চাকুরি বাধা থাকবে।এমন লক্ষ্য নিষ্ঠ জনবল তৈরী করা হচ্ছে আধুনিকতা।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ইডিএস-এর উর্ধ্বতন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিখ্যাত শিক্ষায়তনের বাইরেও মেধাবী তরুণ অজস্র। দিনমজুর আর হাইস্কুলগামী বালকদের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পার্থক্যের চাইতেও কম পার্থক্য থাকে উন্নত কলেজ ও সাধারণ কলেজের শিক্ষার্থীর মধ্যে। সাধারণ কলেজ শিক্ষার্থীর মধ্যে আজন্ম প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যায় অনেক।

ভারতের বাঙ্গালোরে ১৯৮৫'র দিকে সফটওয়্যার তৈরীর কারখানা খুলেছিল টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস। কারণ, সেখানে প্রায় সব ধরনের মেধাবী তরুণ পাওয়া যাচ্ছিল। ইউরোপে এত বিরাট সংখ্যক সফটওয়্যার ডিজাইনার নিয়োগ করা সম্ভব হতোনা। এখন সেখানে বিরাট কারখানায় প্রচুর লোক কাজ করছে। নিজস্ব জেনারেটর বসিয়েছে তারা। স্যাটেলাইট ডিশে স্থানান্তরিত হচ্ছে তথ্যরাজি। ভারতে যখন দিনাবসান তখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যুষ। সারাদিন কাজ করে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট অফিসের কমপিউটারে তথ্যরাজি স্থানান্তর করে দিতে পারে বাঙ্গালোরের প্রোগ্রাম হাউস। মটরলা ও আইবিএম-এর মত ৩০টি কোম্পানী মাদ্রাজের পশ্চিমে শীত শীত আমেজের অনুচ্চ মালভূমিতে স্থাপন করেছে আরও বহু কারখানা। কারণ, লোকবলের অভাব নেই। ব্যবস্থাপক ও প্রযুক্তি প্রতিভা দুই-ই সেখানে আছে। 3M-এর কারখানায় ১২০ জন লোক নিযুক্ত হচ্ছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ, রসায়ন, চাপ-সংবেদকী টেপসহ নানা জিনিষ তৈরী করে এরা। ভারতীয় মালিকানার সফটওয়্যার কোম্পানী ইনকোসাইজ ৩৫০ জন প্রোগ্রামার নিয়োগ করেছে। এরা কাজ করছেন জেনারেল

(২৬পৃষ্ঠা ১ কলামে দেখুন)

আয়ারল্যাণ্ড। কোয়ার্টার ডেক কোম্পানীর ডাবলিন অফিসে দক্ষ সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকা থেকে টেলিফোন কলের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।